গাংনীতে কাজী নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী পালন

গাংনীতে প্রেমের কবি, দ্রোহের কবি, সাম্যের কবি, বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্ম জয়ন্তী এবং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী যথাযোগ্য মযার্দায় উদযাপিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে কাজী নজরুল ও রবী ঠাকুরের স্মরণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ মে) রাত ৮ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত উপজেলা নিবার্হী অফিসারের সভাকক্ষে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুলের স্মৃতিচারণ করা হয়।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসার ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।
গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আাওয়ামীলীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সহ সভাপতি ইয়াছিন রেজা, পথিকের পাঠশালা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রফিকুল ইসলাম পথিক, গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক নাসির উদ্দীন, বিআর লাইসিয়াম স্কুলের শিক্ষক মঞ্জুর মুর্শেদ শান্তি, গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সেক্রেটারী মশিউর রহমান পলাশ প্রমুখ।
এসময় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষক

শিক্ষিকাবৃন্দ ও গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পী কলা কুশলী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন,ক্ষুদে গানরাজ উদয়, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, আজিজুল হক রানু, জুলফিকার আলী কানন, শিশু শিল্পী নীরব, সিয়াম প্রমুখ।

শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে।

দর্শনার ধীরু বাউল সহ ১০ জনকে সম্মাননা

অপ সংস্কৃতি রুখতে ও গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ অনুষ্ঠান বেশী বেশী প্রচার ও প্রসার করতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন ব্যাপি ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী অডিটোরিয়ামে দুই বাংলার (ভারত-বাংলাদেশ) কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে মিলন মেলা ও সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ও চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান ধীরু বাউল ও কলকাতার শিল্পী ড.শিবানি দাসের কন্ঠে লালন সাঁইজির বিখ্যাত বাণী”” মিলন হবে কতদিনে” গানের মধ্যে দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভাপতি ড. রাধাকান্ত সরকারের সভাপতিত্বে দুদিন ব্যাপি এ বর্ণাঢ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ফরিদা ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন দেশে বা বিদেশে মাটিরগান লোকগান বাউল জারিগান, বিচ্ছেদি, যাত্রা নাটক হারাতে

বসেছে।এক সময় গ্রামের বাঁশতলা বটতলা, হাটেরমোড়ে, বড় উঠানে এ সব লোকজ অনুষ্টান হইতো, তখন গ্রামের সব বয়সি মানুষ রাত জেগে বসে বসে শুনতো। কত ভালো না লাগতো। বর্তমানে সেই সব মাটিরগান সহ অন্যান্য অনুস্ঠান না থাকায় আমরা যেন রুক্ষ মেজাজি বদ মেজাজি হয়ে বড়দের সম্মান না দিয়ে ইচ্ছেমত চলছি।তবে দেরীতে হলেও কলকাতা বিশ্ববংগ সাংস্কৃতিক সংগঠন যে এতো বড় একটি দায়িত্ব নিয়ে দুই বাংলার কবি শিল্পীদের মিলনমেলা ঘটাতে পেরেছে তার জন্য সংগঠনটিকে ধন্যবাদ। তিনি বললেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা মহদ্বয়ের সাথে গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুস্ঠান দেখলাম,তবে আমার দেশের মাটিরগান বাউলগান বিচ্ছেদগানের যে সুর টান তা পেলামনা।তবে আমি কথা দিচ্ছি বাংলার চিরায়ত রুপ মাটিরগান ও লোকসংস্কৃতি উজ্জিবিত করতে আমার দেশে যত সহযোগিতা দরকার তা করবো,প্রয়োজনে সরকার বাহাদুরের সহযোগিতা প্রার্থনা করবো। বৃহস্পতিবার সন্ধায় দুদেশের শ্যামলি ও সৌহার্দ যাত্রী পরিবহনের পরিচালক শ্রী অবনি কুমার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি শ্যামলদত্ত। একই হলরুমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব শ্যামলদত্ত বলেন একটি দেশের পরিচয় বহন করে তার কৃষ্টি কালচারের উপর।আর তা হলো আমার দেশের সেই বাংলার লোকসংস্কৃতি, যার মধ্যে আছে লাঠি খেলা পিরেরগান,ভাসানগান,গাজিরগান কিত্তন ভজন,কবিগান।যে সবগানে কোন উন্মাদনা নেই শুধু ভাবেরকথা আর মন প্রান জুড়ানো সুরের টান।সাথে একতারা দোতারা বাঁশি,বাংলার ঢোল, খমক রসদ যোগাতো।এখন সেগান খুব কমই হচ্ছে, সেগুলো খুব খুব দরকার।তিনি বল্লেন জাতিয় খেলা হাডুডু এ প্রজন্মের ছেলেরা তা বোঝেনা,কানামাছি, গাদি খেটেখেলা নাম শোনেনি।তিনি গ্রামিন ঐতিহ্যবাহি বিলুপ্ত প্রায় লোকজ অনুস্ঠান করার যে উদ্যেগ গ্রহন করা হয়েছে তা প্রশংসার দাবিদার।

তিনি বল্লেন এ বিষয়ে আমার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান এ বি এম শহিদুল ইসলাম,পুলিশের সাবেক ডি আই জি জনাব মালিক খসরু,কলকাতা বংগোবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মীর সামী,ঢাকা বংগোবন্ধু ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট গোপালগন্জের কৃতি সন্তান কাজি মফিজুল হক, সাংবাদিক আঃ বারি, সোমা ইসলাম, দুলাল আহম্মদ, কবি সুভাষ বন্দোপদ্ধায়,শিবসংকর,গৌরি মজুমদার।পরে ভারতের ত্রিপুরা আসাম কলকাতা পশ্চিমবঙ ও বাংলাদেশের কুস্টিয়া,গাজিপুর,কুমিল্লা, চাঁদপুর কক্সবাজার, চট্রগ্রাম ব্রাক্ষনবাড়িয়া ও সিলেট অন্চলের কবি সাহিত্যিকরা কবিতা পাঠ ও।

স্ব- স্ব দেশের লোককবিদের লেখা সংগীত পরিবেশন করেন। দর্শকদের অনুরোধে শাহ আঃ করিমের বিখ্যাত গান “”আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম গানটি ধীরু বাউল গেয়ে দর্শক মাতিয়ে তোলেন। শেষে প্রধান অতিথির মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা তথা দর্শনার ছেলে বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ধীরু বাউল ও কলকাতার শিল্পী ড,শিবানি দাস সহ ১০জন শিল্পী কবিকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাণনা স্মারক প্রদান করেন।

কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে শিলাইদহে রবীন্দ্রমেলার আয়োজন

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী আজ। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী এই বাঙালি কবিকে স্মরণ করবে তার অগণিত ভক্ত।

কবিগুরুর ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কবির স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি আঙিনায় শুরু হয়েছে তিনদিনের রবীন্দ্রমেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

শুধু দুই বাংলার বাঙালিই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা কবির জন্মবার্ষিকীর দিবসটি পালন করবে হৃদয় উৎসারিত আবেগ ও পরম শ্রদ্ধায়। এবার জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘সমাজ সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ’।

এ উপলক্ষ্যে গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

এসময় তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনাদর্শ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বাঙালির চেতনা ও মননের প্রধান প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি নির্দেশকের ভূমিকা রেখেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী, কাচারিবাড়সিহ তাঁর সকল স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টার অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলীসহ প্রশাসন, রবীন্দ্র গবেষক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের কণ্ঠে সুচনা সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

এদিকে, তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্রমেলাকে ঘিরে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আঙিনা হাজারো দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ এপ্রিল কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি চির নতুনের কবি, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কবি। বাঙালির আত্মিক মুক্তি ও সার্বিক স্বনির্ভরতার প্রতীক, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক তিনি। কুষ্টিয়া শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। পদ্মা নদীর তীরবর্তী ছায়াশীতল ও নিরিবিল পরিবেশ থাকার কারণেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার ফিরে আসতেন তার স্মৃতিধন্য এই কুঠিবাড়িতে। এখানে বসেই তিনি রচনা করেছেন কালজয়ী অনেক কাব্যগ্রন্থ, ছোট গল্প, নাটক ও উপন্যাস। বছরজুড়ে এ কুঠিবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে। তবে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভক্তদের মনে যেন আলাদা মাত্রা যোগ হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কালজয়ী এ কবি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর আলো করে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়।

কুষ্টিয়ায় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষা মেলার উদ্বোধন

কুষ্টিয়া রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে ১০দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষা মেলা-২০২৩’ এর উদ্বোধন হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২ মে) সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া শহরের ক্যাম্পাসে জাতীয় সেমিনার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর শাজাহান আলী।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব বিবেচনায় রবীন্দ্র চর্চার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

পরে ‘একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রবীন্দ্র চর্চা’ শির্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. রাশিদ আসকারী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন- রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ন ম রেজাউল করীম প্রমুখ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারত থেকে আগত লেখক ও গবেষক ইন্দ্রনাী চট্টোপাধ্যায়, কবি ও আবৃত্তি শিল্পী আলম আরা জূঁই, ভারতের নদীয়া থেকে আগত মিনা সাহা ও স্বপন মৈত্র, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মহিবুল ইসলাম, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা লেখক ও গবেষক ইমাম মেহেদী, কবি ও সাংবাদিক মামুন রশিদ, কবি গবেষক আলীনূর ইসলাম (বঙ্গ রাখাল), পরিবেশবিদ ও লেখক গবেষক গৌতম কুমার রায়।

অজানাকে জানতে বই পড়ার কোন বিকল্প নেই— রোকসানা মিতা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ৩ জন গুনী ব্যক্তিত্ব কে সম্মাননা স্বারক প্রদান করেছে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতি।

এবারের অমর একুশে বই মেলায় লেখক ও চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসের লেখা দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বই দুটির মধ্যে “কোকেন কান্ডে কিংস কাইন্ড”সারা বাংলাদেশের মধ্যে ৪র্থ স্থান অধিকার পাওয়ায় তাকে সম্মানা স্বারক ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে।

আজ বুধবার বিকালে দর্শনা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

তিনি বলেন, বই জ্ঞানের প্রতীক,বই আলোর প্রতীক, জানতে হলে বই পড়তে হবে। যে যত বেশী বই পড়বে, সে তত বেশী জ্ঞান অর্জন করবে। অজানাকে জানতে বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। সুশিল সমাজ গঠনে বেশী বেশী সাহিত্য চর্চা করতে হবে। সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের হৃদয়ে। একটি কথা মনে রাখতে হবে কলূষমুক্ত সমাজ গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীহিম।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন সাংবাদিক ইমতিয়াজ রয়েল। পরে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা দেওয়া হয়। শুভেচ্ছা শেষে অমর ২১ শে বই মেলায় প্রকাশিত অনুসন্ধানি মূলক “কোকেন কান্ডে কিংস কাইন্ড” ও শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ “ভোরের পাখি” সহ

প্রকাশিত ৮টি বই একশে বই মেলায় প্রকাশিত হওয়ায় লেখক ও চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাসকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য দেন সংবর্ধিত লেখক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস। দর্শনা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি সাংবাদিক হানিফ মন্ডলের উপস্থাপনায় আরো আলোচনা করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজনুর রহমান, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ, নাট্য ব্যাক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন, দর্শনা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শাহাজামান, দর্শনা সিডিএলের পরিচালক কবি ও সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান।

এছাড়াও উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন,দর্শনা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য চঞ্চল মেহমুদ।

এছাড়া এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশ ও বিদেশে নাট্য থিয়েটারের বিশেষ অবদান রাখায় অনির্বান থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ,মিঠু বিশ্বাস,রানা বিশ্বাস, সাংবাদিক ওয়াসিম রয়েল, রিফাত রহমান, আব্দুল হান্নান, শ্রী সুকমল চন্দ্র বাঁধন, প্রমুখ।

‘১০৭৯ দিনের চুয়াডাঙ্গা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলামের লেখা ‘১০৭৯ দিনের চুয়াডাঙ্গা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার ২৭ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. জি এম তারিকুল ইসলাম, শিক্ষক ও প্রকাশক রফিকুল ইসলাম।

১০৭৯ দিনের চুয়াডাঙ্গা’ বইটি প্রকাশ করেছে রাদ্ধ প্রকাশ। মো. জাহিদুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বপালন করার সময়ের ঘটনাবলি নিয়ে বইটি লেখা।

মো. জাহিদুল ইসলাম বর্তমানে সিআইডি পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালেখি করে থাকেন।

জীবননগরে ডাঃ জাহাঙ্গীর আলমের লেখা দুইটি বইয়ের মোড়ক উম্মোচন

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাঃ জাহাঙ্গীর আলমের লেখা কোকেন কান্ডে কিংস কাইট,তিন গোয়েন্দা ও ভোরের পাখি বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করা হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর প্রেস ক্লাবের আয়োজনে প্রেস ক্লাব ভবনে এ বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করা হয়।

জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে তিনটি বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করেন জীভননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান, জীবননগর পৌর মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার

ওসি (তদন্ত) স্বপন কুমার, সিনিয়ার সাংবাদিক কামাল সিদ্দিক বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমতিরি সভাপতি জাহিদ বাবু, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল, সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, মুন্সী রায়হান উদ্দিন, মাজেদুর রহমান লিটন, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম, পৌর কাউন্সিলার খোকন হোসেন, শিল্পী রানা, কবি আজিজুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরষ্কার বিতরণ

২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় তিনটি গ্রুপে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সর্বমোট ৬০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বহস্তে লিখিত রচনা জমা দেন। ক, খ ও গ গ্রুপে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)

আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মোঃমুন্না বিশ্বাস সহ সকল অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই, ক্যাম্প ইনচার্জগণ, আগত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, সুশীল সমাজের নাগরিকবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসার ফোর্সবৃন্দ।

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গায় ৩ দিন ব্যাপী কবি নজরুল মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ৩দিন ব্যাপী কবি নজরুল মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার দিকে তিন দিন ব্যাপী কবি নজরুল মেলা ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর এমপি।

মেলার উদ্বোধন ও আলোচনা পর্বে কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের সভাপতি অধ্যাপক এম এ গফুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর এমপি,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন,দামুড়হুদা উপজেলা আ:লীগের সাধারন সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম,ছড়াকার কবি আতিক হেলাল,চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নাজমুল হেলাল,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ:লীগের সভাপতি শাফিকউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন,প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সী আবু সাইফ,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ,স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাঁশরী একটি নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি ড.ইঞ্জিনিয়ার খালেকুজ্জামান,শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের সাধারন সম্পাদক সাইফুল

ইসলাম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ:লীগের সাধারন সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, আহম্মাদ মাস্টার, জাহিদুর রহমান মুকুল, মন্টু মেম্বার, রাজ্জাক, নুর মোহাম্মদ ভগু, জালাল, গেগার, শওকত, শহিদ বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা মোস্তাফিজ কচি, শরীফ রতন, মেহেদী হাসান মিলন, বখতিয়ার খলজি বকুল, জব্বার খাবলি, হামিদ, নুরুল ইসলাম, আকলিমা খাতুন, আবু বক্কর, আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল, মধু, রঘুনাথ পাল প্রমূখ।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দিনব্যাপী উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) ২০২৩ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের তালে তালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস জাতীয় পতাকা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো:আলাউদ্দীন ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন।

পতাকা উত্তোলন শেষে দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম

তোতা,যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানগণ ও অন্যান্য শিক্ষক,শিক্ষিকা মন্ডলী।

প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নৃত্য, সংগীত, হাতের লেখা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অভিনয়সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলার ৩৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫৪ টি ইভেন্টে ৮০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।
প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে কার বিতরণ করা হয়।